সংবাদ

তারিখ ... 04 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

রূপগঞ্জের কাঞ্চন ভারত চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ : অপসারণ দাবি

প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ

রূপগঞ্জের কাঞ্চন ভারত চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোলাইমান মিঞার বিরুদ্ধে প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুর্নীতিবাজ এ শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে মিছিল-মিটিং চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর মধ্যে এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা যায়, প্রধান শিক্ষক সোলাইমান মিঞা ১৯৯৫ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে এ স্কুলে যোগদান করেন। এরপর থেকেই তিনি স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। দুর্নীতিবাজ এ শিক্ষক স্কুলের নামে বরাদ্দ করা সরকারি অনুদানের লাখ লাখ টাকা নানা কাজের অজুহাতে ভুয়া ভাউচারেরর মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন।

এ ব্যাপারে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা একাধিকবার ওই শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গত বছরের জুনে স্কুলের সংস্কারের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের কোন প্রকার সংস্কার না করেই ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে এ টাকা আত্মসাৎ করেন এ দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক। ২০০৭ সালে তিনি বিদ্যালয়ের ১২ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা আদায় করেন। কিন্তু পরে ওই ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের জালিয়াতির কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে স্কুলে সালিশ বৈঠক ও মিটিং-মিছিল পর্যন্ত করেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। একাধিক সরকারি অনুদানের টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে টিএ-ডিএ ভাউচারের নামে তিনি কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বিদ্যালয়ের ক্যাশ খাতায় ইচ্ছামাফিক কাটা ছেঁড়া, ঘঁষামাজা করে হিসাব প্রদান করেছেন, যা পরে অডিটে ধরা পড়ে।

এদিকে নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়ের কোন মেরামত বা নির্মাণ কাজ করতে হলে কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে, যা তিনি কখনোই করেননি। এছাড়া গত বছর মহান স্বাধীনতা দিবসে তিনি ঢাকার ডিজি অফিসে যাওয়ার নামে ভাউচারের মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ করেন। যার ভাইচার নং-২৬০। তিনি ডিজি অফিস ও বোর্ড অফিসের বিভিন্ন শাখায় ঘুষ দেয়ার নামে ভাউচারের মাধ্যমে অনেক টাকা উত্তোলন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রধান শিক্ষক সোলাইমান মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেন।